দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

বুয়েট ভিসির অপসারণ আন্দোলন যৌক্তিক পরিণতি পাবে কি?

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণের জন্য চলমান আন্দোলন একটা পরিণতির দিকে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে যে কারণে এই আন্দোলন তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। যাঁরা আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এ ধরনের আশঙ্কার কথা ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তাঁকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে অবিরাম কর্মবিরতি পালনরত শিক্ষকরা যেহেতু ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বে তাঁরা আর কোনক্রমেই কাজ করবেন না, সে কারণে ধারণা করা যায় উপাচার্যের অপসারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কোন বিকল্প নেই। তবে বর্তমান উপাচার্যকে সরানোর পর নতুন উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রধানতর অধ্যাপকদের বিবেচনা না করে সর্বশেষ নিয়োগের মতো শুধু সরকারের পছন্দই গুরুত্ব পায় তাহলে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হবে না তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমান উপাচার্যের নিযুক্তির আগে অতীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহী শিক্ষকদের মধ্যে প্রধানতর ৩/৪ জনকে বিবেচনা করে তাঁদের একজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ শাহজাহানকে নিয়োগ করার সময় সিনিয়রিটির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছিল। সিনিয়রিটির তালিকায় তার নাম ছিল ৮ নম্বরে। তাই বিশেষ পছন্দের ভিত্তিতে তাঁর এই নিয়োগকে শিক্ষকরা প্রথম থেকেই

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

বুয়েট ভিসির

(প্রথম পাতার পর)

স্বাভাবিকভাবে নেননি। তাঁদের ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটেছে বর্তমান আন্দোলনের মাধ্যমে।

আন্দোলনের সূচনা হয় গত ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায়। ওই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান উপাচার্যের অপসারণের দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। অন্যায় নিযুক্তি ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করা হয়েছে। উপাচার্যকে অপসারণের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শিক্ষকরা গত ২৮ অক্টোবর থেকে অবিরাম কর্মবিরতি শুরু করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেছে। ১০ নবেম্বর নতুন সেশনের রেজিস্ট্রেশন এবং ১৭ নবেম্বর থেকে নতুন টার্মের ক্লাস শুরু করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিশ্চিতভাবেই বাড়তে চলেছে।

প্রকৌশল বিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানকারী দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা কোনভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ একজোট হয়ে যে দাবিতে চূড়ান্ত আন্দোলনে শামিল হয়েছে তাকেও উপেক্ষা করা বাস্তবসম্মত নয়, বিশেষ করে শিক্ষকরা যখন ঘোষণা করেছেন তাঁরা বর্তমান উপাচার্যের সঙ্গে আর কাজ না করতে বদ্ধপরিকর।

এ অবস্থায় বর্তমান উপাচার্যকে অপসারণ করা হলে তাঁর জায়গায় নতুন উপাচার্য নিয়োগের সময় শিক্ষকদের এই আন্দোলনের কথাটি বিবেচনায় না রাখলে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটার আশঙ্কা থেকে যাবে বলে শিক্ষকরাও এ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। নতুন উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অনুসরণ অর্থাৎ প্রবীণতর শিক্ষকদের কথা বিবেচনা করাই উচিত হবে, ঐতিহ্য ভঙ্গকারী ব্যতিক্রমী ও বিতর্কিত উদাহরণটি নয়। অতীতের মতো বর্তমান সরকারও যদি এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দকে চাপিয়ে দেয় তাহলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিশীলতা পুনর্প্রতিষ্ঠা যেমন সুদূর পরাহত হবে তেমনি দলীয়করণের অভিযোগেও সরকার সমালোচিত হতে পারে।